

আমন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয়

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জনগণের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। দেশের কৃষির প্রধান ফসল ধান। মানুষের খাদ্য তালিকার মূল উপাদান চালের চাহিদা পূরণে দেশের বেশিরভাগ কৃষি জমিতে মৌসুমভেদে ধান চাষ হয়। প্রচলিত জাতের পাশাপাশি উন্নত, উচ্চ ফলনশীল ও জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন জাতের ধানের উন্নাবন ও কৃষকদের কাছে তা পৌছে দেওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় আওতাধীন দপ্তর ও গবেষণা ইনসিটিউটের মাধ্যমে কাজ করছে। এখানে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে ধান চাষ করা হয়। ক্রমহাসমান কৃষি জমি ও ক্রমবর্ধিষ্ঠ জনগণ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সাথে রয়েছে খরা, বন্যা, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব মৌকাবেলা করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করলে কাঞ্চিত উৎপাদন সম্ভব।

এখন উইন্টার ক্রপ হিসেবে পরিচিত আমন মৌসুম চলমান। জুলাই-অগাস্টে আমন বপন সম্পর্ক হয়েছে। এখন চলছে আমনের পরিচর্যা। চলতি মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি চলের কারণে সৃষ্টি সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের বিভিন্ন জেলা প্লাবিত হয়েছে। এত আমনের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে এবং কিছু জায়গায় রোপণ বিলম্বিত হয়েছে। আমন ধান কৃষকের কাছে একটি নিরাপদ ফসল হিসেবে বিবেচিত। আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয় যেমন - উপযুক্ত জাত ও ভাল ধীজ নির্বাচন, জমি তৈরি, সঠিক বয়সের চারা সময়মতো রোপণ, আগাছা দূরীকরণ, সার ও পানি ব্যবস্থাপনা, সম্পূরক সেচ এবং রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা ফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমন উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট তাদের উন্নাবিত জাতগুলো ব্যবহার করলে কাঞ্চিত মাত্রায় উৎপাদন সম্ভব।

অনুকূল পরিবেশ উপযোগী উল্লেখযোগ্য উফশী জাতসমূহ: দীর্ঘ মেয়াদি জাত বিআর২২, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৩৪, বি ধান৪০, বি ধান৪১, বি ধান৪৪, বি ধান৪৬, বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৫৪, বি ধান৫৩, বি ধান৫৪। মধ্যম মেয়াদি জাত: বি ধান৩২, বি ধান৪৯, বি ধান৭০, বি ধান৭২, বি ধান৭৩, বি ধান৭৯, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান৯৫, বি ধান১০৩, বি হাইব্রিড ধান৪, বি হাইব্রিড ধান৬, বিএডিসি হাইব্রিড ধান ২, হাইব্রিড ধানের অনুমোদিত অন্যান্য জাত। স্বল্প মেয়াদি জাত বি ধান৩৩, বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬২, বি ধান৬৬, বি ধান৭১, বি ধান৭৫, বি ধান৭০, বিনাধান-১৬, বিনাধান-১৭, বিনাধান-২২। ফরিদপুর অঞ্চলে পাটের সাথে সাথি (রিলে) ফসল হিসেবে বি ধান৩৯, বি ধান৬৬, বি ধান৭১, বি ধান৭২, বি ধান৭৩, বি ধান৭৫ চাষ করা যায়।

প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য জাতঃ খরা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাত - বি ধান৫৬, বি ধান৫৭, বি ধান৬৬, বি ধান৭১। বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাত- বি ধান৫১, বি ধান৫২, বি ধান৭৯, বিনাধান-১১, বিনা ধান-১২। লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী জাত- বিআর২৩, বি ধান৪১, বি ধান৫৩, বি ধান৫৪, বি ধান৭৩, বি ধান৭৮। জোয়ার-ভাটা প্রবণ অ-লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী জাত- বিআর২৩, বি ধান৪৪, বি ধান৫২, বি ধান৭৬, বি ধান৭৭। লবণাক্ত জেয়ার ভাটা এলাকার জন্য উপযোগী জাত - বি ধান৭৮, বিনাধান-২৩। অলবণাক্ত জলাবদ্ধ এলাকার জন্য উপযোগী জাত- বিআর১০, বিআর২৩, বি ধান৩০, বি ধান৭৮, বি ধান ৭৯, বিনা ধান-২৩। মধ্যম নীচু (পানির উচ্চতা ১ মিটার পর্যন্ত হয়) এলাকার জন্য উপযোগী জাত- বি ধান ৯১।

পাহাড়ি (ভ্যালি) এলাকার জন্য উপযোগী জাত- বি ধান৪৯, বি ধান৭০, বি ধান৭১, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৮৭, বি ধান১০৩, বি হাইব্রিড ধান৬, বিনাধান-১৬, বিনাধান-১৭। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাত - বি ধান৩৪, বি ধান৭০, বি ধান৭৫, বি ধান৮০, বি ধান৯০। বন্যা প্রবণ জমিতে চাষযোগ্য জাত- বিআর২২, বিআর২৩, বি ধান৩৪, বি ধান৪৬, বি ধান৫৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, গাইঞ্জা, মালশিরাসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাত।

ধান গাছের জীবনচক্রের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায় ও ধাপে সঠিক সময়ে কার্যকরী কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধান গাছের জীবনচক্রে বীজের অঙ্গুরোদ্ধাম থেকে ধানের পরিপক্ব অবস্থা পর্যন্ত তিনটি বৃদ্ধি পর্যায় অতিক্রম করে থাকে। অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায়, প্রজনন পর্যায় এবং পরিপক্ব পর্যায়। অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় ধানের অঙ্গুরোদ্ধাম থেকে সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সময়ে গাছের সবচেয়ে বেশি যত্ন প্রয়োজন হয়।

সুস্থ ও সবল চারা তৈরির জন্য পুষ্ট ও সুস্থ বীজ ব্যবহার এবং আদর্শ বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। চারা রোপণের গভীরতা ২-৩ সেমি এর বেশি হওয়া উচিত না। এর বেশি গভীরতায় চারা লাগানো হলে কুশির সংখ্যা কম হয় এবং পরবর্তীতে ফলন কমে যায়।

সর্বোচ্চ কুশির ধাপ এবং কাইচ থোড় আসা ধাপ দুটি কাছাকাছি সময়ে ঘটে। সর্বোচ্চ কুশি অবস্থায় কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে শেষ ১/৩ ভাগ ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। শেষ উপরি প্রয়োগকৃত ইউরিয়া ছড়ায় ধানের সংখ্যা, বৃক্ষি ও পুষ্টতার উপর বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই সময় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সময় গাছে খাদ্য মজুদের উপর নির্ভর করে প্রতি গোছায় ছড়ায় সংখ্যা এবং প্রতি ছড়ায় দানার সংখ্যা নির্ধারিত হয়। ধানের কাইচ থোড় থেকে ফুল আসা পর্যন্ত দশটি সুনির্দিষ্ট ধাপ রয়েছে যা ধানের উচ্চ ফলন নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই পর্যায়ে জমিতে সবসময় পানি ধরে রাখতে হবে। ধানের পরিপন্থ পর্যায়ের চারাটি ধাপ রয়েছে যেমনও দুধ অবস্থা, নরম দানা, শক্ত দানা এবং ধান পাকা অবস্থা। এই পর্যায়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ ক্ষতিকর ধাপের উপরে থাকলে অতি দুর্ত পরিমিত মাত্রায় সঠিক বালাই নাশক প্রয়োগ করতে হবে। ধানের শক্ত দানা গঠন পর্যায়ে জমির পানি সরিয়ে দিতে হবে এবং শিষের উপর থেকে ৮০ ভাগ ধান পরিপন্থ হলে ধান কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। চারার বয়স দীর্ঘ মেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি, স্বল্প মেয়াদি এবং নাবি জাতের জন্য যথাক্রমে ২৫-৩০ দিন, ২০-২৫ দিন, ১৫-২০ এবং ৩০-৪৫ দিন।

রোপণ সময়: রোপা আমনের দীর্ঘ ও মধ্যম মেয়াদি জাতগুলোর উপযুক্ত রোপণ সময় হচ্ছে পুরো শ্রাবণ মাস (১৫ জুলাই-১৫ আগস্ট)। স্বল্প মেয়াদি জাতগুলোর উপযুক্ত রোপণ সময় হচ্ছে ১০ শ্রাবণ-৩১ শ্রাবণ (২৫ জুলাই-১৫ আগস্ট)। নাবি জাতের চারা সর্বশেষে ৩১ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত রোপণ করা যাবে এবং ভাদ্র মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ (আগস্টের ৩য় থেকে ৪র্থ সপ্তাহ) পর্যন্ত সরাসরি মূল জমিতে বপন করা যাবে। সম্পূরক সেচ যেকোনো পর্যায়ে সাময়িকভাবে বৃষ্টির অভাবে খরা হলে অবশ্যই সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা): দীর্ঘ ও মধ্যম মেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে ইউরিয়া ২০ কেজি, ডিএপি ৮ কেজি, এমওপি ১৪ কেজি, জিপসাম ৯ কেজি। জমি তৈরির শেষ চাষে ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

স্বল্পমেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে- ইউরিয়া ২০ কেজি, ডিএপি ৭ কেজি, এমওপি ১১কেজি, জিপসাম ৮ কেজি। জমি তৈরির শেষ চাষে ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমানভাবে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর এবং ২য় বা শেষ কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। বি ধান৩২ এবং সুগন্ধিজাত যেমন - বি ধান৩৪, বি ধান৩৭ ও বি ধান৩৮ এর ক্ষেত্রে বিদ্য প্রতি ইউরিয়া-ডিএপি-এমওপি-জিপসাম যথাক্রমে ১২-৭-১০-৬ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। হালকা বুনটের মাটির ক্ষেত্রে এমওপি সার দুই কিস্তিতে (এমওপি সার সমান তিন ভাগে ভাগ করে ২ ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময়) প্রয়োগ করলে সারের কার্যকারিতা বাড়ে এবং রোগ বালাইয়ের আক্রমণ কম হয়।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: চারা রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত হাত দিয়ে/নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে/আগাছানাশক ব্যবহার করে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ধান রোপণের ৩-৬ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর আগে) এবং পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক ধান রোপণের ৭-২০ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর পর) ব্যবহার করতে হবে। আগাছানাশক প্রয়োগের সময় জমিতে ১-৩ সেন্টিমিটার পানি থাকা দরকার।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা: রোপা আমন মওসুমে ধানের চারা রোপণের পর ৩০ দিন কীটনাশক ব্যবহারে বিরত থাকলে উপকারী পোকা-মাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ফলে সমস্ত মওসুমে পোকা দমনে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না কিংবা একবার মাত্র প্রয়োগ করলেই চলে। ধানক্ষেতে ডালপালা পুঁতে দিয়ে ও আলোক ফাঁদ/সোলার লাইট ট্রাপের সাহায্যে মাজরা, পাতা মোড়ানো, সবুজ পাতা ফড়িং ও গাঞ্জি পোকার আক্রমণ কমানো যায়। জমি থেকে পানি বের করে দিয়ে চুঁগি, বাদামি গাছ ফড়িং, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এবং পাতা মাছি পোকার আক্রমণ কমানো যায়। জমিতে পানি দিয়ে শিষকাটা লেদো পোকার আক্রমণ কমানো যায়। এরপরও পোকার আক্রমণ বেশী হলে মাজরা ও চুঁগি পোকা দমনের জন্য কার্টাপ গুপের যেমন - সানটাপ ৫০ পাউডার, রাইডার ৫০ পাউডার

জাতীয় কীটনাশক প্রতি বিঘায় ১৮০-১৯০ গ্রাম হারে অথবা যে কোন অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। বাদামি গাছ ফড়িং ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং দমনের জন্য আইসোপ্রোকার্ব গুপের যেমন-মিপসিন ৭৫ পাউডার, সগসিন ৭৫ পাউডার, প্রতি বিঘায় ১৭৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। পাতা মোড়ানো, চুঁগি ও শিষকাটা লেদা পোকা দমনের জন্য কার্বারিল গুপের যেমন-ভিটারিল ৮৫ পাউডার, সেভিন ৮৫ পাউডার প্রতি বিঘায় ২২৮ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। ধানের পোকা দমনের জন্য সিনথেটিক পাইরিথোয়েড গুপের কীটনাশক যেমন- সাইপারমেথিন, আলফা-সাইপারমেথিন, ল্যামডা-সাইহেলোথিন, ডেলটামেথিন, ফেনভালারেট ব্যবহার করা যাবে না।

রোগ ব্যবস্থাপনা: আমন মৌসুমে গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলো হল খোলপোড়া, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া, ইলাস্ট, টুংরো, বাকানি এবং লক্ষ্মীর-গু। খোলপোড়া রোগ ফলিকুর, নেটিভো, স্কোর ইত্যাদি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করে সফলভাবে দমন করা যায়। ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এ মওসুমে সুগর্কি ধানে নেক ইলাস্ট রোগের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধানে থোড় আসার শেষ পর্যায় অথবা শিষের মাথা অল্ল একটু বের হওয়ার সাথে সাথে ছত্রাকনাশক ট্রুপার অথবা নেটিভো ইত্যাদি অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি গাছে টুংরো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে, আক্রান্ত গাছ তুলে পুঁতে ফেলতে হবে। টুংরো রোগ প্রবণ এলাকায় রোগের বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমনের জন্য বীজতলায় বীজ বপনের ৮-১০ দিন পর এবং চারা উত্তোলনের ৪-৫ দিন আগে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক যেমন মিপসিন, সগসিন এবং সেভিন প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্মীর-গু রোগ দমনের ক্ষেত্রে রোপণ সময় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ধানের ফুল ফোটা পর্যায় ১৫ অক্টোবরের পরে না যায়। এ ছাড়া ফুল আসা পর্যায়ে প্রোপিকোনাজল গুপের ছত্রাকনাশক যেমন টিল্ট এবং প্রোপেন সাত দিন ব্যবধানে দুই বার প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশে ধান উৎপাদন কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে ক্রমহাসমান কৃষি জমি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ সেস্ট্রের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে উপযুক্ত জাত ও বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত আমন মৌসুমে উপযোগী জাত ব্যবহার ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে চাষাবাদ করলে কাঞ্চিত ফলন অর্জন সম্ভব যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, সিনিয়র তথ্য অফিসার কৃষি মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার